আঁ হযরত (সাঃ)'র মহান মর্যাদা সম্পন্ন খলিফা রাশেদ
হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)'র প্রশংসাসূচক গুণাবলী
ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী প্রমুখ বর্ণনা

সংক্ষিপ্তসার খুৎবা জুম'আ

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক ইউ.কে. টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদ মুবারক হতে প্রদত্ত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ
وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

৬ মে ২০২২

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা তেলাওয়াতের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

বিগত খুতবাগুলোতে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)'র খেলাফতকালে বিভিন্ন অভিযানের উদ্দেশ্যে সেনাদল প্রেরণের বিষয়ে যে বর্ণনা চলছিল; সে বিষয়ে আজ কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা করছি, যাতে করে সেসময়ের আশংকাজনক ও প্রকৃত পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করা সম্ভব হয়।

এগারোটি সৈন্য অভিযানের মধ্য হতে প্রথমটির বিস্তারিত বর্ণনা-

যেমনটি বর্ণিত হয়েছে যে সর্বমোট এগারোটি বিভিন্ন অভিযান সংঘটিত হয়েছিল, সেগুলির মধ্যে প্রথম অভিযানের বিস্তারিত বর্ণনা এরূপ; তুলায়হা বিন খুওয়াইলিদ, মালেক বিন নুওয়াইরা, সাজাহ্ বিনতে হারেস ও মুসায়লামা কায্যাব প্রমুখ ধর্মত্যাগী বিদ্রোহী ও নবুয়্যতের মিথ্যা দাবীকারকদের বিরুদ্ধে এ অভিযান সংঘটিত হয়েছিল। হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) একটি পতাকা হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ)'র হাতে অর্পণ করতঃ নির্দেশ দেন যে; তাঁরা যেন তুলায়হা বন খুওয়াইলিদকে দমন করেন। তাকে দমন করার পরে যেন বুতাহা গিয়ে মালেক বিন নুওয়াইরার সহিত যুদ্ধ করেন; যদি তাঁরা এ যুদ্ধে স্থির থাকে তবে যেন পূনরায় তাদের আক্রমণ করা হয়। এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আবুবকর (রাঃ) হযরত সাবিত বিন কাইসকে আনসারদের আমীর নিযুক্ত করেন। অতঃপর তাঁকে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ)'র অধীনস্ত করে দেন এবং হযরত খালিদ (রাঃ)কে নির্দেশ প্রদান করেন যে তিনি যেন তুলায়হা এবং উওয়াযনা বিন হিস্ন কে দমন করতে অভিযান শুরু করেন; সেসময়ে যারা বনু আসাদ পরিচালিত একটি স্থানে অবস্থান করছিল।

আল্লাহ্‌র তলোয়ারের মধ্যে এক তলোয়ার-

যখন হযরত আবুবকর (রাঃ) ইসলাম বিমুখ ব্যক্তিদের সহিত যুদ্ধাভিযানের উদ্দেশ্যে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ)'র জন্য পতাকা তৈরী করেন; তখন বলেন! আমি হযরত রসুলে করীম (সাঃ)কে বলতে শুনেছি যে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা এবং আমাদের ভাই; যে আল্লাহ্‌তাআলার তলোয়ারের মধ্যে একটি তলোয়ার; যা আল্লাহ্‌তাআলা কাফির তথা মুনাফেকদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান করেছেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) কে তুলায়হা তথা উওয়াযনার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন; এই বিরোধীদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিচে উল্লেখিত হল।

তুলায়হা এবং উয়াযনা; বিরোধীদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়-

তুলায়হা বিন খুওয়ালিদ বিন নৌফিল বিন নদলা অল-আসাদী মিথ্যা নবুওতের দাবীকারকদের মধ্যে একজন ছিল। যে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর জীবনের অন্তিমকালে প্রকট হয়; রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর জীবনকালেই সে ইসলাম থেকে বিমুখতার শিকার হয়; নবুওতের দাবী করে বসে তথা সমীরা নামক স্থানে নিজ সৈন্যবাহিনীর খেমা তৈরী করে।

যখন সে নবুওতের দাবী করে, জনতার একটি বড় অংশ তার অনুগামী হয়ে যায়। লোকেদের পথভ্রষ্টতার প্রথম কারণ এটাই ছিল যে, সে তার গোত্রের সহিত একবার যাত্রায় ছিল; পথিমধ্যে পানি শেষ হয়ে গেলে যাত্রীরা পিপাসায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে; এমতাবস্থায় সে চালাকী করে লোকেদের বলে যে; তোমরা কেউ আমার ঘোড়া এলাল-এর ওপরে চড়ে সামনে কিছু মাইল যাও; সেখানে তোমরা পানির সন্ধান পেয়ে যাবে। লোকেরা এমনটি করলে সেখানে পানি পেয়েও যায়। এর ফলে গ্রামীণ লোকেরা প্রথম ফিৎনার শিকার হয়ে যায়। তার অসত্য কথার মাঝে একবার এরূপও হয়েছিল যে; সে নামাজের সেজদা সমাপ্ত করে দেয় এবং একথা দাবী করে যে, আকাশ হতে তার প্রতি ওহী আসে; সে কবিতা এবং ছন্দের মাধ্যমে তার কথাগুলি লোকেদের সামনে উপস্থিত করত। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে; ইসলামের পূর্ব যুগে ধার্মিক গুরুগণ কবিতা এবং ছন্দের সহিত লোকেদের সামনে নিজেদের মনঃপ্রসুত বাণী প্রয়োগ করে সাধারণদের ওপরে প্রভাব বিস্তার করত। তুলায়হাও কাহিন ছিল, তুলায়হা অসদীর অহংকার সাধারণ লোকজনদেরকে ধোকায় ফেলে রেখেছিল।

তার বিষয়টিও জোরপূর্বক বিস্তার হতে থাকে, তার শক্তি বৃদ্ধি হয়; অতঃপর যখন রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) তার বিষয়ে সংবাদ প্রাপ্ত হন; তিনি (সাঃ) জরার বিন আবু অসদী-কে তার সহিত লড়াই করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। কিন্তু জরার এর ধরাছোঁয়ার মাঝে সে ছিলনা; কেননা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রভাব ও শক্তি বৃদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে আসদ তথা গাতফান এর দুই মিত্র যখন তার প্রতি ঈমান আনয়ন করে; তার শক্তি আরও বৃদ্ধি পেয়ে যায়। রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর মৃত্যু হয়ে যায় কিন্তু, তুলায়হা সমস্যার কোন সমাধান হয় নি। যখন খেলাফতের বাগডোর হযরত আবুবকর (রাঃ)'র হাতে আসে; তখন তিনি বিদ্রোহী মুর্তাদদের দমন ও ধ্বংস করার মানসে সেনা প্রস্তুত করেন; অতঃপর তার বিরুদ্ধে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ)'র নেতৃত্বে সেনা পাঠান। এরা কেবলমাত্র ইসলাম হতে প্রত্যাবর্তনকারী লোকই ছিল না বা কেবলমাত্র মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীকারক-ই ছিল না বরঞ্চ এরা মুসলমানদের সহিত যুদ্ধও করত তথা তাদের ক্ষতি করার চেষ্টায় সর্বদা রত থাকত।

উয়াযনা হিস্ন কে ছিল?

এ ব্যক্তি মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে, এ ব্যক্তি হুনাইন তথা তায়েফের যুদ্ধেও সম্মিলিত ছিল। অতঃপর সিদ্দিকি যুগে বিদ্রোহী মুর্তাদদের সঙ্গ দিয়ে ইসলাম হতে বিমুখতার শিকার হয়ে যায় তথা তুলায়হার প্রতি প্রভাবিত হয়ে পড়ে এবং তার বয়আত করে নেয়। এবং পরবর্তীতে সে পূনরায় ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

যখন অব্স, জুবয়ান তথা তাদের সমর্থক বুজাখা নামক স্থানে একত্রিত হয়ে যায়; তখন তুলায়হা, বনু জদীলা এবং গওস যারা কিনা গোত্র তৈ-এর দুটি শাখা ছিল; তাদেরকে তুলায়হা একথা বলে পাঠায় যে, তোমরা আমার নিকটে এস! সুতরাং এরূপই হয়। হযরত আবুবকর (রাঃ) হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদকে জুলক্সা থেকে প্রেরিত করার পূর্বে আদী (রাঃ)কে বলেন যে, তোমরা নিজ গোত্র অর্থাৎ তৈ গোত্রের নিকটে যাবে। এমনটি যেন না হয় যে, তারা নষ্ট হয়ে যায়।

হযরত আদী (রাঃ) নিজ গোত্রের নিকটে যায়, তাদেরকে ইসলামে প্রত্যাবর্তনের আমন্ত্রণ দেন। তারা বলে, আবুল ফসীল (কিছু লোক অপমান তথা ঘৃণাভরে হযরত আবুবকর (রাঃ)কে উঁটের বাচ্চার পিতা বলে সম্বোধন করত) এর আদেশ আমরা কখনই পালন করব না। হযরত আদী (রাঃ) নির্দয়ী সেনাবাহিনীর আক্রমণ, হত্যা এবং বিনাশকারী পরিস্থিতি তথা সে সময়ে কারোরই শরণ না পাওয়ার পূর্ব সংকেত দিয়ে বলেন; এরূপ হওয়ার পরে তোমরা হযরত আবুবকর (রাঃ)কে ফহলুল আকবর (প্রত্যেক পশুর নেতা) এই উপনামে স্মরণ করবে। তৈ গোত্রের লোকেরা তাঁর কথা শোনার পর বলে যে, ঠিক আছে তুমি আমাদের ওপরে আক্রমণকারী সেনার সঙ্গে দেখা করে আমাদের ওপরে আক্রমণ যাতে না করে তার ব্যবস্থা কর। এমতাবস্থায় আমরা আমাদের সাথিদের, যারা কিনা বাজাখায় রয়েছে; তাদেরকে ফিরিয়ে নিচ্ছি। আমাদের এইরূপ আশংকা রয়েছে যে, যদি আমরা তুলায়হার বিরোধীতা করি, যখন কিনা আমাদের লোক তার ঘেরায় রয়েছে; তাহলে হয়ত তাদেরকে হত্যা করে ফেলবে অথবা তাদেরকে জামানাত হিসাবে বন্দী করে ফেলবে।

হযরত আদী (রাঃ) হযরত খালিদ (রাঃ)কে নিজের গোত্র তৈ-এর ইসলামে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ দেন। উপরোক্ত পরিস্থিতিতে একজন লেখক বলেন যে, হযরত আদী (রাঃ)'র মহান পদক্ষেপ এই যে, তিনি নিজ গোত্রকে ইসলামী সেনাদলে অংশগ্রহণের নিমন্ত্রণ দেন।

বনু তৈ-এর খালিদ (রাঃ)'র সেনাদলে অংশগ্রহন করা শত্রুদের প্রথম পরাজয় ছিল; কেননা তাদের গণনা আরব মহাদ্বীপের সশক্ত গোত্রদের মাঝে করা হত; তথা অন্যান্য গোত্ররাও তাদের মহত্ব দিত।

তৎপশ্চাৎ হযরত খালিদ (রাঃ) সেখান হতে জদীলা গোত্রের সহিত সংঘর্ষের উদ্দেশ্যে আন্সার নামক স্থানাভিমুখে দ্রুত প্রস্থান করেন। হযরত আদী (রাঃ) বলেন যে, তৈ গোত্র এক পক্ষীর ন্যায় আর গোত্র জদীলা বনু তৈ এর দুটি বাহুর মধ্যে একটি বাহুর সমতূল্য। আপনি আমাকে কিছুদিনের অবকাশ দিন; সম্ভবতঃ আল্লাহ্তাআলা জদেলা গোত্রকেও সোজা রাস্তায় নিয়ে আসবেন; যেরূপে তিনি গোত্র গৌস অর্থাৎ তৈ কবিলাকে ভ্রষ্টপথ হতে বার করে এনেছেন। অতঃপর হযরত আদী (রাঃ)'র নিরন্তর কথাবার্তা ও প্রয়াসের পরিণাম স্বরূপ হযরত আদী (রাঃ)'র বয়আত গ্রহণ করেন এবং তিনি (রাঃ) গোত্র জদেলার একহাজার সদস্য নিজ বাহন সহিত মুসলমানদের সঙ্গে এসে যায়।

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ)'র গোত্র তৈ এর ইসলাম গ্রহণ করার পরে তুলায়হা আসাদির দিকে অগ্রসর হন। তিনি (রাঃ), হযরত ওকাশা (রাঃ) বিন মুহসিন, এবং হযরত সাবিত (রাঃ) বিন আকরাম কে শত্রুদের সংবাদ গ্রহণের জন্য সামনে প্রেরণ করেন। কিন্তু শত্রুরা এই দুইজনকে শহীদ করে দেয়। এই পরিস্থিতিতে হযরত খালিদ (রাঃ) তুলায়হা'কে আক্রমণ করার জন্য সৈন্যবাহিনী সংগঠিত করতে শুরু করেন; এবং বুজাখা নামক স্থানে দুই বাহিনীর সংঘর্ষ শুরু হয় তথা শত্রু বাহিনীর পরাজয় ঘটে। তুলায়হা নিজ ঘোড়ায় চড়ে তাতে নিজ স্ত্রীকেও চড়িয়ে নেয় এবং সেখান হতে পলায়ন করে; পলায়নকালে তুলায়হা নিজ সাথীদের বলে যে তোমাদের মধ্যে যার সামর্থ রয়েছে সে যেন এ যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করে। এক বর্ণনা অনুযায়ী, তুলায়হা যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ণ করে নকা নামক স্থানে বনু কল্ব-এর নিকট গিয়ে পৌঁছায় এবং সেখানে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে।

অতঃপর আল্লাহ্তাআলা যখন বনু ফজারা এবং তুলায়হাকে শোচনীয় পরাজয় দান করেন; তখন বনু আমীর, সলীম তথা হওয়াজিন নামক গোত্রগুলি একথা বলে, যে ধর্ম থেকে আমরা বেরিয়েছিলাম; পূনরায় তাতে প্রবেশ করছি, পূনরায় ইসলামের মাঝে ফিরে আসে।

হযরত খালিদ (রাঃ)—— বনু আমির, আসদ, গতফান, হওয়াজিন, সুলীম তথা তৈ সহিত কোন গোত্রের বয়আত সে সময় পর্যন্ত গ্রহণ করেননি, যতক্ষণ না তিনি ইসলাম হতে বিমুখ হয়ে যাওয়া গোত্রদের মধ্য হতে যে সমস্ত লোকেরা মুসলিমদেরকে আগুনে পুড়িয়েছিল অথবা মুসলিমদের লাশের অবমাননা করেছিল অথবা মুসলিমদের ওপর আক্রমণ করেছিল তাদেরকে মুসলিমদের নিকটে হস্তান্তর না করেছে। তিনি (রাঃ) এর বিবরণ হযরত আবুবকর (রাঃ)'র সমীপেও প্রেরণ করেন।

উত্তরে হযরত আবুবকর (রাঃ) লেখেন যে, তুমি যা কিছু করেছ তথা সফলতা প্রাপ্ত করেছ; আল্লাহ্তাআলা তোমাকে এর প্রতিফল দান করুন। তুমি তোমার প্রত্যেক কার্যে আল্লাহ্কে ভয় করবে। إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّالَّذِينَ هُمْ مُّحْسِنُونَ (সূরা নহল ঃ ১২৯) **নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাদের সাথে রয়েছেন যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করেছে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ।** তুমি আল্লাহ্র কাজ সম্পূর্ণ শক্তি দ্বারা করবে; এবং আলস্য করবে না। সেই সমস্ত লোক যারা খোদার আদেশের আজ্ঞা পালনকারী নয় তথা যারা ইসলামের শত্রু, তাদের হত্যাতে যদি ইসলামের লাভ হয়; তাহলে তাদের মৃত্যুদণ্ড দিতে পার। হযরত খালিদ (রাঃ) এক মাস বুজাখায় অবস্থান করেন; তথা হযরত আবুবকর (রাঃ)'র আদেশানুসারে অপরাধীদের কঠোর শাস্তিও দান করেন।

হযরত খালিদ (রাঃ) বনু আমিরের মামলার নিষ্পত্তি করেন তথা তার বয়আত নেওয়ার পরে

উয়াযনা বিন হিস্ন এবং কারা বিন হবেরাকে বন্দী করে হযরত আবুবকর (রাঃ)'র নিকটে পাঠিয়ে দেন। তিনি (রাঃ) তাদের ক্ষমা করে দেন তথা তাদের জীবন দান করেন।

পরিশেষে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন; হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ)'র জফর নামক স্থানের দিকে অগ্রসর হন। অতঃপর হুযাইফার কন্যা মালিক এবং তার কন্যা উম্মে জিমল সলমা এবং গতফান, তৈ, সুলীম তথা হওয়াযীন গোত্রের কিছু সদস্য বাজাখায় হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ)'র হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এছাড়াও ঐ সমস্ত ব্যাক্তি যারা বারংবার বিভিন্ন গোত্রদের মাঝে চক্কর লাগিয়ে পরাজয়ের গ্লানি স্মরণ করিয়ে পুনরায় তাদেরকে যুদ্ধের জন্য প্ররোচিত করছিল যাচ্ছিল; তাদের সহিতও ঘোর যুদ্ধ হয়। উম্মে জামাল এর হত্যা এবং তার অবশিষ্ট সাথীদের উন্মাদনা তথা পলায়নের বিবরণ বর্ণনা করে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন; এভাবেই এ ফিৎনার আগুন নির্বাপিত হয়; তথা আরব মহাদ্বীপ-এর উত্তর পূর্ব ভাগে ইসলাম-বিমুখতা এবং বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি ঘটে। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) আরও বলেন; এ বর্ণনার পরবর্তী অংশ আগামীতেও ইনশাআল্লাহ্ হযরত আবুবকর (রাঃ)'র ঘটনাক্রমে বর্ণিত হবে। এ বর্ণনার এতটুকুই এখন বর্ণিত হল।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) দ্বিতীয় খুৎবার প্রারম্ভে সিয়ালকোট নিবাসী মুকাররম রফীক আহমদ বট সাহেব এর স্ত্রী মরহুমা সাবরা বেগম সাহেবা ও বর্তমান কানাডা নিবাসী মুকাররম রশীদ আহমদ বাজওয়া সাহেবের স্ত্রী মরহুমা সুরাইয়া রশীদ সাহেবার ঈমানোদ্দীপক উন্নত চারিত্রিক গুনাবলীর বর্ণনা করেন তথা জুমআর নামাযের পর তাঁদের জানাযার নামাজ গায়েব পড়ানোর ঘোষণা করেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ، عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুৎবার অনুবাদ)

BANGLA KHUTBA KHULASA JUMAH
HUZOOR ANWAR (ATBA)

6 MAY 2022

DISTRIBUTED BY

Ahmadiyya Muslim Mission
Badarpur, P.O. Boaliadanga
Distt: Murshidabad, 742101, W.B.

Prepared by MANSURAL HAQUE
NAZIM ANSARULLAH, DISTRICT : BIRBHUM, W.B.

TO,

____

____

____

____

Toll Free Number- 1800 3010 2131, Website: www.alislam.org / mta.tv / ahmadiyyamuslimjamaat.in